চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা
চট্টগ্রাম।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সক্রিয় তরুণদের অনুষ্ঠানে মেয়র

মানবকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের

ইতিবাচক প্রভাব আছে

চট্টগ্রাম-২৬ ফেব্রুয়ারি-২০১৯ইংরেজী।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আলহাজ্ব আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেছেন আর্তমানবতার কল্যানের কাজ করে তাদের এই কর্মকাণ্ড প্রচার পেলে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। তখন অন্যরাও মানবকল্যাণে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হবে। তিনি আজ মঙ্গলবার বিকেলে কর্পোরেশনের কে বি আবদুচ ছত্তার মিলনায়তনে মানুষের জন্য কিছু করতে না পারলে "মানুষ হলাম কেন" শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে একথা বলেন। অর্থের অভাবে চিকিৎসা করতে পারে না এরকম অসহায় মানুষদের বিষয়ে জানলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ফেসবুক স্ট্যাটাস দেন উদীয়মান তরুণ জোনায়েদ ইভান। মানবতার কল্যাণে সহায়তা চান সামর্থ্যবানদের কাছে। আর এতে সাড়া পড়ে ছাত্র,যুবক,কিশোর তরুণদের মধ্যে। যারা হয়তো বা আর্থিকভাবে খুব বিত্তশালী নয়, কিন্তু তাদের মানুষের জন্য কিছু করার মানসিকতা আছে। তাই তাদের মধ্যে অনেকেই দৈনন্দিন খরচের টাকা ছাত্রদের মধ্যে কেউবা টিফিনের টাকা বাচিয়ে গরীব অসহায় মানুষের চিকিৎসার জন্য সহায়তার হাত প্রসারিত করেন। দীর্ঘদিন ধরে তারা এই কর্মকাণ্ড পরিচালনা করলেও তাদের কোন প্রকার প্রচারণা নাই। এই তরুণ-যুবকরা একেবারেই প্রচার বিমুখ। এবারেই প্রথম সিটি মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীনের আহ্বানে প্রচারনার অংশ হিসেবে তার সাথে দেখা করতে আসেন। আজকের এই অনুষ্ঠানেও তারা চারজনকে মেয়রের মাধ্যমে চিকিৎসা সহায়তার চেক হস্তান্তর করেছেন। আর্থিক সহায়তা পাওয়া চার জনের মধ্যে একজন হলেন কিডনী ট্র্যান্সপ্লান্টের রোগী আনিকা, পায়ের অপারেশনের রোগী লিটন, মানসিক রোগের শাহনাজ ও ক্যান্সারের রোগী নিলুফার। অনুষ্ঠানে আনিকাকে ৮ লক্ষ টাকা সহ অপরাপর ৩ জনের প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা করে সর্বমোট ৮ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়। ইতোমধ্যে তারা ২০ জন অসহায় মানুষকে চিকিৎসা সহায়তায় আর্থিকভাবে সাহায্য করেছে। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কাউন্সিলর গিয়াস উদ্দীন, সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর মনোয়ারা বেগম মনি, সামাজিক যোগাযোম মাধ্যমে মানবকল্যাণে সক্রীয় ফরহাদ জিসান ও ঈশিতা। এসময় মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর মো. মোবারক আলী, সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর আঞ্জুমান আরা বেগম।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র আরো বলেন মহৎ কাজ সবাই করতে পারে না। এর জন্য আর্থিক সামর্থ্য,মানসিকতা,ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে হয়। তাহলেই সমাজে পরিবর্তন আসবে। মানবতার জন্য কাজ করতে জাতি,ধর্ম বর্ণের প্রয়োজন হয় না। মনুষ্যত্ব ও মমত্ববোধ প্রয়োজন। মেয়র তরুণদের এই উদ্যোগের ভুয়সী প্রশংসা করেন এবং তাদের এই কর্মকাণ্ড সমাজে একটি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে বলে উল্লেখ করে এতে আরো অনেকে এগিয়ে আসবে বলে প্রত্যাশা করেন।

জামালখান "ষড়খতুর স্বদেশ " উদ্বোধনকালে মেয়র

নগর জুড়ে সবুজায়ন প্রকল্প হয়ে উঠতে পারে

পরিবেশ বান্ধব ভবিষ্যতের চাবিকাঠি।

চট্টগ্রাম-২৬ ফেব্রুয়ারি-২০১৯ ইংরেজী।

বাংলাদেশ দেখবে জামালখান "ষড়খতুর স্বদেশ " এই শ্লোগানকে ধারণ করে নান্দনিক সাজে সাজানো হয়েছে নগরীর কাজীর দেউরি থেকে লাভ লেইন সড়কের আইল্যান্ডকে। গতকাল সোমবার রাতে কাজির দেউরি মোড়ে নতুন সাজে এই আইল্যান্ড উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশশনের মেয়র আলহাজ্ব আ.জ.ম.নাছির উদ্দীন।

উদ্বোধনকালে মেয়র বলেন এই শহর আমার,আপনার সকলের । একে গড়ে তোলা আমাদের সকলের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। নগরীর কর্পোরেট হাউজ,নাগরিক সমাজ,বিত্তবান মানুষ,বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন,গণমাধ্যম,ব্যাংকসহ বিভিন্ন সংস্থার সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে আমাদের প্রিয় নগরীকে সবুজায়নে ভরিয়ে তোলা সম্ভব হবে মেয়র আশাবাদ ব্যক্ত করেন।তিনি বলেন যে কোনো শহরের উন্নয়ন রাতারাতি পরিবর্তন করা সম্ভব নয় । এর জন্য প্রয়োজন ধৈর্য ও সময়ের। তারপরেও এর পাশাপাশি ইতিবাচক দৃষ্ঠিভঙ্গিও মানসিকতা প্রয়োজন। মেয়র হিসেবে দায়িত্ব গ্রহন করার পর চট্টগ্রাম নগরকে একটি পরিচ্ছন্ন ও বাসযোগ্য শহর হিসেবে গড়ে তোলার জন্য চসিক সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহন করি। তারই আলোকে আমরা চট্টগ্রাম নগরকে একটি আধুনিক বিশ্বমানের,পরিস্কার পরিচ্ছন্ন এবং সবুজায়ন শহর গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহন করি। গ্রীন ও ক্লিন এই দু"টো ধারণা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই ধারণা তখনই সার্থক ও বাস্তবায়ন হবে,আমরা যারা এ নগরে বসবাসকারি নাগরিক তাদেরকে দল মতের উর্দ্ধে উঠে জাতি ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল ধরণের সংকীর্ণতা পরিহার করে একজন নাগরিক হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সকল কর্মকান্ডে সহায়তা দেয়া। এই প্রসংগে চট্টগ্রামকে দেশ-বিদেশের কাছে একটি সুন্দর,পরিচ্ছন্ন,সবুজ ও নান্দনিক সিটি হিসেবে উপস্থাপনে তিনি সহলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি বলেন নগরী প্রতিটি বাড়ী ঘর,ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান,শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সর্বত্র সুবজায়নের কোনো বিকল্প নেই। এই সবুজায়ন নগরকে করবে সুন্দর ও পরিবেশ বান্ধব। তাই বলা যায় নগর জুড়ে এই সবুজায়ন প্রকল্প হয়ে উঠতে পারে এক পরিবেশ বান্ধব ভবিষ্যতের চাবিকাঠি। তিনি বলেন নগরে বর্তমানে ৭০লক্ষ মানুষ বাস করে । আমরা সবাই সমস্যা সৃষ্ঠি করলে সিটি্ কর্পোরেশনের পক্ষে একা পরিস্কার রাখা সম্ভব নয়। এজন্য সবার সহযোগিতা দরকার। মেয়র বলেন,আজ সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে।এখন কিন্তু বৃস্টির সময় নয়। তারপরেও এই বৃস্টি হওয়ার কারণ জলবায়ু পরিবর্তন । তাই আমাদের সবাইকে জলবায়ু পরিবর্তনে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজ করার আহবান জানান মেয়র। জামাল খান ওয়ার্ড কাউন্সিলর শৈবাল দাশের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি এড.সুনীল সরকার,দৈনিক বীর মঞ্চ চট্টগ্রামের সম্পাদক সৈয়দ ওমর ফারুক,সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর মনোয়ারা বেগম মনি,চসিক নগর পরিকল্পনাবিদ একেএম রেজাউল করিম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে বিকেএমইএ পরিচালক রাজীব দাশ সুজয়,জাবেদুল আলম সুমন,যুবলীগ নেতা ওয়াহিদুল আলম শিমুল,বাবুল,আবদুল মান্নান, ছাত্র নেতা সৈকত দাশ,শৈবাল দাশ,অনিক রুদ্ধ,টিপু চৌধুরী,মানস দেব প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সিঙ্গাপুর ব্যাংকক মার্কেটে
এবাদতখানা উদ্বোধন করলেন মেয়র

চট্টগ্রাম-২৬ ফেব্রুয়ারি-২০১৯ ইংরেজী।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে সিঙ্গাপুর ব্যাংকক মার্কেটের নিচ তলায় নির্মিত হয়েছে শীততাপ নিয়ন্ত্রীত এবাদত খানা। আজ মঙ্গলবার বাদ জোহর চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আলহাজ্ব আ জ ম নাছির উদ্দীন এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। ১৪ শত বর্গফুটের শীততাপ নিয়ন্ত্রীত এ এবাদতখানায় একই সাথে ২শত মুসল্লী নামাজ আদায়ের ব্যবস্থা রয়েছে। মহিলাদের জন্যও রয়েছে আলাদা নামাজের ব্যবস্থা। এছাড়া আরো রয়েছে মুসল্লীদের জন্য ১০টি টয়লেট,৪টি প্রসাব খানা ও পর্যাপ্ত পরিমান ওযুর ব্যবস্থা। সিঙ্গাপুর ব্যাংকক মার্কেটের ১ম তলা থেকে ৫ম তলা পর্যন্ত আধুনিকায়নের কাজ এবং ৬ষ্ঠ থেকে ১১ তলা পর্যন্ত বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে আইটি পার্ক নির্মাণকাজ চলাকালীন পর্যন্ত দোকানমালিক,কর্মচারী ও ক্রেতা সাধারনের নামাজের সুবিধার্থে এ অস্থায়ী এবাদতখানা নির্মিণ করা হয়। পরবর্তীতে মার্কেটের নির্মাণকাজ শেষ হলে ৬ষ্ঠ তলায় শীততাপ নিয়ন্ত্রীত স্থায়ীভাবে এবাদত খানা নির্মাণ করা হবে।

উদ্বোধনকালে এক সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে মেয়র দোকানমালিক,কর্মচারী ও ক্রেতা সাধারনের সুবিধার্থে দ্রুত সময়ের মধ্যে মার্কেটের আধুনিকায়নের কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশনা দেন।এসময় কাউন্সিলর আবদুল কাদের, এইচ এম সোহেল, সিঙ্গাপুর ব্যাংকক মার্কেট দোকান মালিক সিমিতির সভাপতি রফিক মিয়া, সাধারন সম্পাদক আলহাজ্ব মো. নাজিম উদ্দিন,চসিক তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ঝুলন কান্তি দাশ, নির্বাহী প্রকৌশলী আবু সাদাত মো. তৈয়ব,সহকারী প্রকৌশলী আনোয়ার জাহান ও রেজাউল বারী উপস্থিত ছিলেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

সিটি মেয়রের সাথে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের

নব নির্বাচিত নেতৃবৃন্দের সাক্ষাত

চট্টগ্রাম-২৬ ফেব্রুয়ারি-২০১৯ইংরেজী।

চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের নব নির্বাচিত নেতৃবৃন্দ আজ মঙ্গলবার বিকেলে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আলহাজ্ব আ জ ম নাছির উদ্দীনের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করেন। সাক্ষাতকালে মেয়র প্রেস ক্লাবের নব নির্বাচিত সাংবাদিক নেতৃবৃন্দকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান। এই সময় প্রেস ক্লাবের নব নির্বাচিত সভাপতি আলী আব্বাস ও সদ্য বিদায়ী সভাপতি কলিম সরোয়ার, নব নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী ফরিদ, চট্টগ্রাম প্রেসক্লাব ও সাংবাদিকদের মান উন্নয়নে সিটি মেয়রের সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করেন। মেয়র ঐতিহ্যবাহী চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের ভাবমুর্তি উজ্জ্বলে নব নির্বাচিত কর্মকর্তাদের নান্দনিক ও অনুকরনীয় ভূমিকা প্রত্যাশা করে বলেন পেশাজীবি সাংবাদিকদের অধিকার সুরক্ষা এব পেশাগত মান উন্নয়নে নতুন নেতৃত্ব কাজ করবে। এসময় মেয়র বর্তমান সরকারের উন্নয়ন-অভিযাত্রায় সাংবাদিকদের গঠনমূলক ভূমিকা আশা করেন।

এসময় অন্যদের চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের নব নির্বাচিত সিনিয়র সহ-সভাপতি সালাউদ্দিন মো. রেজা, সহ-সভাপতি মনজুর কাদের মনজু, যুগ্ম সম্পাদক নজরুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক দেব দুলাল ভৌমিক, সাংস্কৃতিক সম্পাদক রূপম চক্রবর্তী, ক্রীড়া সম্পাদক দেবাশীষ বড়ুয়া দেবু, গ্রন্থাগার সম্পাদক রাশেদ মাহমুদ, সমাজসেবা ও আপ্যায়ন সম্পাদক আইয়ুব আলী, কার্যনির্বাহী সদস্য ম. শামসুল ইসলাম, স ম ইব্রাহিম, মোহাম্মদ আলী উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদদাতা

রফিকুল ইসলাম

জনসংযোগ কর্মকর্তা

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন